দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 MAR 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

23

ঢাকা বোর্ডের মার্কশীটে বিভ্রাট

কয়েকজন ছাত্র মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা বেশ ক'জন মেধাবী ছাত্র বোর্ড প্রদত্ত নম্বরপত্রে বিভ্রাটের কারণে দারুণ বিপাকে পড়েছে। এর ফলে এরা

মেডিক্যাল ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৬

মেডিক্যাল : কয়েকজন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না।

১৯৯২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় চন্দন কর্মকার সরকারী নজরুল মহাবিদ্যালয় (রোল গোপাল, নম্বর ৫০৮৩৮) থেকে উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তীতে চন্দনকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ যে নম্বরপত্র দেয় তাতে বিষয় উল্লেখ না করে দু'টি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করা হয়।

এই নম্বরপত্র দিয়ে চন্দন যখন এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজে আবেদন করে, তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ নম্বরপত্রের ওই ত্রুটির কারণে আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেন এবং আবেদনপত্র পুনরায় সংগ্রহ ও জমা দেয়ার জন্য চন্দনের বাড়ির ঠিকানায় কলেজ কর্তৃপক্ষ চিঠি পাঠান।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, কলেজ কর্তৃপক্ষ ২রা মার্চ চিঠি ইস্যু করে, ৩রা মার্চ তা পোষ্ট করে এবং তা চন্দনের হাতে পৌছায় ৬ই মার্চ। অথচ কর্তৃপক্ষের ওই চিঠিতে বলা হয়, ৫ই মার্চ সকাল ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে নতুন করে ফরম সংগ্রহ ও তা জমা দিতে হবে। ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছু এমন আরো কয়েকজন ছাত্রের এ অবস্থার শিকার হতে হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ২রা এপ্রিল এই মেডিক্যাল কলেজে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

ভুক্তভোগী ওই সব ছাত্র ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই। তবে নম্বরপত্রে ভুলের কথা তারা স্বীকার করেছেন।